গিল্ড কাকে বলে ? এর কার্যাবলী ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

'গিল্ড' বলতে বোঝায় এমন এক শিল্প সংগঠন যা কমিউনের শাসন নীতির দ্বারা পরিচালিত। 'Feudal Society and its Culture' গ্রন্থের লেখক বলেন যে -- "The guilds were the main professional,political and religious organizations of the townfolk".

'সমাজ বিকাশের রূপরেখা' গ্রন্থের রুশ লেখক বলেন যে, এই গিল্ড গুলি ছিল অনেকটা আধুনিক যুগের বণিক সংঘের মত। তবে পার্থক্য হল, তখনকার সংঘের সভ্যরা নিজেরাই ছিল একই সঙ্গে পুঁজিপতি, মালিক ও শ্রমিক-- পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ছিল না।

Salzman তার "Medieval English Industries " গ্রন্থে ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে গড়ে ওঠা গিল্ড গুলির আলোচনা করেছেন। গিল্ডগুলি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন চালু করেছিল। গিল্ডের সদস্যদের জন্য একই ধরনের নিয়ম-কানুন চালু করা হয়েছিল। স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করতে হলে দামের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা হত। কোন কিছুর জন্য নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেওয়া হতো। কারিগরদের কাজের সময়কাল, বেতন, কতজন শ্রমিক নিযুক্ত করা যাবে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা সমস্ত কিছুই গিল্ড দেখাশোনা করতো। যে কোন একটা উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে সব জায়গায় সেই দামে দ্রব্যটি বিক্রি করতে হতো। আলাউদ্দিন খলজির বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও এই পণ্যের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। কোন কারখানার মালিকরাই শ্রমিকদের অন্য কারখানার শ্রমিকদের তুলনায় বেশি খাটিয়ে নিতে পারত না। কারণ শ্রমিকদের কাজ করার সময় গিল্ডগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল এবং উচ্চহারে বেতন দেওয়া যেত না। সব জায়গায় একই রকম ছিল। Lipson "Economic History of England"-- গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন vaxley শহরে একজন বনিক অন্য বণিকদের তুলনায় কম দামে দ্রব্য কিনেছিল বলে তাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও গিল্ডগুলি শহরে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গিল্ড গুলি তাদের ব্যবসায়ী একচেটিয়া অধিকার কে সংরক্ষিত করে রাখত শহরগুলির বাজারগুলোকে এবং এই গিল্ডগুলি বাইরের কাউকে অনুমতি দিত না বাজার গুলিতে প্রবেশ করতে। তারা তাদের সদস্যদের মধ্যে সমতা বজায় রাখত এবং যেসব নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ব্যবসাতে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করত। তারা কেনা সামগ্রীর উপর গ্যারেন্টি দিত এবং শিল্প সংক্রান্ত পড়াশোনা প্রতিষ্ঠা করেছিল। যখন ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষিত হয়নি উভয় গিল্ডের সদস্যপদ এতটা কড়া ছিল না। যাইহোক, যখনই কড়াভাবে বাজারের একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণ শুরু হলো সদস্যপদও করা হলো। প্রকৃতপক্ষে, প্রথমদিকে সদস্য পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের জন্য দরজা খোলা ছিল। একটি বড় ব্যবসায়ীদের গিল্ড যারা ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছে শহরের বাজারগুলিতে তাদেরকে সমস্ত রকম টোল বা মাসুল, বা প্রথা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। বিদেশীদেরকে জিনিসপত্র বিক্রি করতে হতো কেবলমাত্র গিল্ডের সদস্যদের কাছে। কোন অবস্থাতেই পন্য দ্রব্যাদি নিশ্চিতভাবে কিনতে হতো না। গিল্ডের একচেটিয়া অধিকার এতটাই বেশি ছিলো যে, কোন বিদেশীকে নগরে ব্যবসা চালাতে অধিকার দেওয়া হতো না। এইভাবে, থমসনএবং জনসন যেমন মন্তব্য করেছেন, যে কারখানাদিতে ট্রেড

ইউনিয়নের সভ্যদের চাকরি দেওয়া হয়- এই রীতি শুরু হয়েছিল এবং এটাকে আধুনিক আবিষ্কার বলে ধরে নেওয়া হলেও আদৌ ছিল না।

গিল্ডের কিছু নির্দিষ্ট কাজ ছিল যেমন- গিল্ডের সভ্যদের মধ্যে কেউ দারিদ্র্যের কবলে পড়লে তাকে রক্ষা করা, কেউ গ্রেপ্তার হলে তাকে উদ্ধার করা, কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কেউ মারা গেলে তার পরিবার বর্গকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা ইত্যাদি। তবে এই গিল্ডগুলির মুখ্য লক্ষ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে বিদেশী বণিকরা গিল্ডের অনুমতি বিনা শহরে বেচাকেনা না করতে পারে। গিল্ডগুলি সদস্যদের আচার আচরনের জন্য যেমন নিয়মকানুন ঠিক করতো, তেমনি কখনো কখনো নিম্নমানের জিনিসপত্র বিক্রি বা ভেজাল মিশ্রিত পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে সওদাগরকে সাহায্য করত।

মধ্যযুগের গিল্ড ব্যবস্থার মধ্যে কতগুলো সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়--

1) মধ্যযুগের যে গিল্ড গুলি গড়ে উঠেছিল তাদের কাজের ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা ছিল। বণিক সম্প্রদায় কে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিল্ডগুলি গঠিত হলেও তাদের প্রকৃত ক্ষমতা কি ছিল সে সম্পর্কে সঠিকভাবে সমস্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

2) গিল্ড গুলির বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে কোনো রকম এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়নি। ফলে গিল্ডগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছিল। যে বণিক সম্প্রদায়ের নিয়ে গিল্ড গঠিত হয়েছিল তারা বাণিজ্যের এলাকা নির্দিষ্ট না থাকায় প্রায়ই সমস্যার মধ্যে পড়েছিল।

3) গিল্ড ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বণিক সম্প্রদাই ছিলেন প্রধান। কিন্তু বণিক সম্প্রদায় বা বিক্রেতা সম্প্রদায় এবং ক্রেতা সম্প্রদায় ছাড়া গিল্ড ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্বই থাকত না। মধ্যযুগে এই ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়াও এদের মধ্যবর্তী একশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। যারা বিক্রেতা ও ক্রেতার লেনদেনে সহায়তা করত। এই মধ্যবর্তী শ্রেণি গিল্ড ব্যবস্থার পতনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

4) গিল ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার অস্তিত্ব। কারণ গিল্ড ব্যবস্থার পরিবর্তে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। ফ্যাক্টরি প্রধান হয়ে যাওয়ার ফলে গিল্ড ব্যবস্থার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল।

5) ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ বাজার ছিল এবং এই ক্ষেত্রে নতুন ধরনের দ্রব্যের চাহিদা বেশি ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে দ্রব্বের প্রয়োজন বেশি বা চাহিদা বেশি তা সরবরাহ করা প্রয়োজন। গিল্ড ব্যবস্থায় যে দ্রব্যের চাহিদা বেশি তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়টাও গিল্ডের সীমাবদ্ধতা অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল।

6) মধ্যযুগে গিল্ডগুলি সাধারণভাবে অঞ্চল বা এলাকার অধিকার নিয়ে একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। গিল্ড গুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব গিল্ডের সীমাবদ্ধতার অন্যতম কারণ ছিল।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) গিল্ড কাকে বলে ?
2) গিল্ডের বিবিধ কার্যাবলী বর্ণনা করো।
3) গিল্ডে নিয়ম কারণ কি ছিল ?
4) গিল্ডের পতনের কয়েকটি কারণ লেখ।

সূত্র নির্দেশাবলী :--

1) মধ্যযুগীয় ইউরোপ(৮০০-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-- জয়ন্ত বৈদ্য ও বিশ্বজিৎ রায়।

2) মধ্যযুগের ইউরোপ-- ড. অলোক কুমার চক্রবর্তী।

3) মধ্যযুগের ইউরোপ(৮০০- ১২০০ শতাব্দী)-- পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।

ReplyForward